দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 29 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

অধ্যাপক রেজাউল হত্যার প্রতিবাদ

তীব্র হচ্ছে আন্দোলন, ৩ মে রাবিতে শিক্ষক মহাসমাবেশ

আমজাদ হোসেন শিমুল, রাজশাহী ● রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এএফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যাকাণ্ডের ছয় দিন অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত কোনো ক্লু উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। অন্ধকারে থেকেই তদন্তকাজ চালিয়ে যাচ্ছে তারা। এ অবস্থায় খুনিদের গ্রেপ্তার দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছে। চলমান আন্দোলনের পাশাপাশি ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অংশগ্রহণে আগামী ৩ মে ক্যাম্পাসে মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। গতকাল বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের সামনে মানববন্ধনোত্তর সমাবেশ থেকে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহ আজম শাওন এ সমাবেশের ডাক দেন।

এদিকে অধ্যাপক রেজাউল হত্যার

সঙ্গে এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

তীব্র হচ্ছে আন্দোলন, ৩ মে রাবিতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার হওয়া তিনজনকে আদালতে হাজির করে গতকাল সাত দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ। শুনানি শেষে শুধু শিবির নেতা হাফিজুর রহমানের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন বিচারক।

ক্লু উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ : অধ্যাপক রেজাউল হত্যাকাণ্ডের ছয় দিন অতিবাহিত হলেও অধ্যাপক হত্যাকাণ্ডের কোনো রহস্য উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার হওয়া তিনজনকে গতকাল দুপুরে আদালতে হাজির করে প্রত্যেকের ৭ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়। তাদের মধ্যে বিচারক শিবির নেতা হাফিজুর রহমানের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন বলে গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক জাহিদুর রহমান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া ঈমামসহ বাকি দুজনের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়নি। তাদের দুজনকেই পরে আদালতে চালান দেওয়া হয়েছে। আগামী রোববার তাদের রিমান্ড আবেদনের ওপর শুনানি অনুষ্ঠিত হতে পারে।

মহানগর পুলিশ কমিশনার মো. শামসুদ্দিন আমাদের সময়কে বলেন, নতুন করে অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম হত্যাকাণ্ডের কোনো ক্লু উদ্ধার করা যায়নি। গ্রেপ্তারকৃত একজনের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছে। রিমান্ড শেষে সেখান থেকে কোনো তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।

তীব্র হচ্ছে শিক্ষক হত্যার আন্দোলন : অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যাকাণ্ডের পর টানা তিন দিন বিচার দাবিতে নানা কর্মসূচি পালন করে এক সপ্তাহের আলটিমেটাম দিয়ে কর্মসূচি স্থগিত করলেও গতকাল সহকর্মী হত্যার বিচার দাবিতে ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করে শিক্ষক সমিতি। সেখান থেকে আগামী ২ মে সকাল ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মবিরতি, একই দিন দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট এবং পর দিন ৩ মে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাসমাবেশ ও নিহতের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। এ ছাড়া ৪ মে ঢাকায় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে নৃশংস এ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত চিহ্নিত করে বিচার ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী তথা দেশের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হবে বলেও জানানো হয়।

রাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মো. শহীদুল্লাহ বলেন, আমরা একটি আলটিমেটাম দিয়ে আন্দোলন স্থগিত করেছিলাম। কিন্তু রেজাউল করিম হত্যায় আজ ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীসহ পুরো দেশ উত্তাল। সেখানে আমরা ঘুমিয়ে থাকতে পারি না। তাই জরুরি সভা ডেকে আন্দোলনে নেমেছি। আন্দোলন করছি, প্রতিদিনই বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট ও মানববন্ধন করব, যতদিন খুনিদের শাস্তি না হয়।

তিনি আরও বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান জানিয়ে বলব, রেজাউল করিমের মেয়ে শতভীর কান্না শুনেন, স্ত্রী-ছেলের কান্না শুনেন। বোঝার চেষ্টা করেন, তারা কেমন আছে। আপনি হয়তো বিষয়টি আরও ভালো বুঝবেন। কেননা এভাবে নৃশংসভাবেই আপনিও বাবা-মাসহ পরিবারের সব সদস্যকে হারিয়েছেন।

মানববন্ধনে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ড. মোজাম্মেল হোসেন বকুল বলেন, পুলিশ, গোয়েন্দা কর্মকর্তারা কয়েকটা বিষয়কে ধরে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন এখন পর্যন্ত কোনো কুলকিনারায় পৌঁছতে পারেনি। এর আগেও আমরা শিক্ষককে হারিয়েছি, তারও কোনো কুলকিনারা পাইনি। পুলিশ বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। তাই পুলিশ প্রশাসনকে বলতে চাই, আপনারা যদি না পারেন তাহলে দায়িত্ব ছেড়ে দেন।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে ষষ্ঠ দিনেও উত্তাল ক্যাম্পাস : অধ্যাপক রেজাউল হত্যার প্রতিবাদে ষষ্ঠ দিন গতকালও ক্যাম্পাস উত্তাল ছিল। এদিন সকাল ৯টা থেকে বিভিন্ন বিভাগ, সংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল, প্রতিবাদ সমাবেশ, র‍্যালিসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করেন।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসের টুকিটাকি চত্বরে জড়ো হতে থাকেন। পরে তারা শিক্ষক হত্যার বিচার দাবিতে পুরো ক্যাম্পাসজুড়ে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা বলেন, বিগত সময়ে শিক্ষক হত্যার কিছুদিন পর আন্দোলন থেমে যাওয়ায় বিচারে দীর্ঘসূত্রতা দেখা গেছে। পুলিশের অবহেলারও অভিযোগ উঠেছে। এবার যদি তা হয় তবে অধ্যাপক রেজাউলের পরিবারও বিচার থেকে বঞ্চিত হতে পারে। তাই এবার আমরা শিক্ষক রেজাউল হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত অন্দোলনের মাঠ ছাড়ব না।

খুনিদের খুঁজে বের করার আশ্বাস পুলিশ কমিশনারের : অধ্যাপক ড. এএফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যায় জড়িত ঘাতকদের খুঁজে বের করে দ্রুত বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন মহানগর পুলিশ কমিশনার মো. শামসুদ্দিন। গতকাল দুপুরে কমিশনার কার্যালয়ের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের আয়োজনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে তিনি নিহতের পরিবারকে এ আশ্বাস দেন। এর আগে বিভাগের সভাপতি ড. এএফএম মাসউদ আখতারের নেতৃত্বে বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা পুলিশ কমিশনার বরাবর স্মারকলিপি দেন। এসময় নিহত শিক্ষকের স্ত্রী হোসনে আরা বেগম, মেয়ে রেজওয়ানা হাসিন শতভী, ছেলে রিয়াসাত ইমতিয়াজ সৌরভসহ বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজি বিভাগের সভাপতি ড. এএফএম মাসউদ আখতার স্মারকলিপি পড়ে শোনার পুলিশ কমিশনারকে।